ইনকিলাব

তারিখ ..... 4 JUN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডা. এ. কে. এম. ক ফি ল উ দ্দি ন

পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন প্রয়োজন?

স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক, সাংবিধানিক অধিকার বলে সারা বিশ্বে স্বাস্থ্যখাতকে অনুত্তম সেবাখাত হিসেবে গণ্য করা হয়। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় পারদর্শী। সার্বিকভাবে সমন্বিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ছাড়া জনগণের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত করা সম্ভব নয়। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অবদান রয়েছে।

বাংলাদেশের নগর ও শিল্প উন্নয়নের সাথে সাথে নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে। এপিডেমোলজিক্যাল পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা এই সব রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ প্রতিরোধ করা সম্ভব। কেবলমাত্র পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমেই এপিডেমোলজিক্যাল পদ্ধতির প্রয়োগ করা সম্ভব, যা ক্লিনিক্যাল বেসড বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় মোটেও আসে না। রোগ হবার আগেই রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা হলে রোগের প্রাদুর্ভাব অল্প খরচে এবং বিশাল জনসংখ্যার মধ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কাজেই যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিরোধকমূলক ব্যবস্থা প্রদান করে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ই হলো একমাত্র পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয়। পাবলিক হেলথ ফোকাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বৃহৎ জনসংখ্যার মধ্যে ব্যয়বহুল চিকিৎসার বদলে অতি সহজলোভ্য ও কম খরচে রোগের প্রতিকার করা সম্ভব।

পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য স্বাস্থ্য-এর ভিত্তিমূলক উপাদান যেমন- কনসেপচুয়াল বেসিস (Conceptual basis), প্রোডাকশন বেসিস (Production basis), রিপ্রোডাকশন বেসিস (Reproduction basis) এবং ইউটিলাইজেশন বেসিস (Utilization basis) ইত্যাদির প্রসার লাভ ও উন্নতি সম্ভব নয়। একমাত্র পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয়ই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা, গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান প্রসারের সীমাবদ্ধতা দূর করতে পারে।

পাবলিক হেলথ-এর তিনটি ডাইমেনশন যথা- জীবন বিজ্ঞান (Biological Science), সমাজ বিজ্ঞান (Social Science) ও স্বভাব-আচরণগত বিজ্ঞান (Behavioural Science)-এর অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য (International Health), পরিবেশ ও পেশা বিষয়ক স্বাস্থ্য (Environmental & Occupational Health), প্রতিরোধমূলক দন্ত বিষয়ক স্বাস্থ্য (Preventive Dental Health), প্রতিরোধমূলক মানসিক স্বাস্থ্য (Preventive Mental Health), বার্ধক্য বিষয়ক সমস্যা (Geriatric Problems), মা ও শিশু স্বাস্থ্য (Mother and Child Health), জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Population Explosion), পরিবার পরিকল্পনা (Family Planning), পারিবারিক স্বাস্থ্য (Family Health) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব ক্ষেত্রের পূর্ণ উন্নতি ও সম্প্রসারণ ছাড়া বাংলাদেশের ১৫ কোটি জনসংখ্যার মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা সম্ভব নয় এবং এসব ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ও উন্নতি সম্ভব হবে একমাত্র একটি পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা।

জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রসমূহের উন্নতি ও সম্প্রসারণ ক্লিনিকালভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সম্ভব নয়। একমাত্র পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয়ই ক্লিনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূরক হিসেবে এই সেবার প্রসারণ ঘটাতে পারে। বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছাতে হলে নিপসমে বর্তমানে যে ৯টি পাবলিক হেলথ কোর্স আছে তাদের সম্প্রসারণ করে ১৫টি কোর্স এবং ১৩টি বিভাগ আছে তাদের সম্প্রসারণ করে ২১টি বিভাগ স্থাপন করতে হবে। যে সমস্ত কোর্স বাড়াতে হবে সেগুলো হলো- এমপিএইচ ইন প্রিভেনটিভ ডেন্টাল হেলথ, এমপিএইচ ইন প্রিভেনটিভ অপথেলমোলজি, এমপি এইচ ইন ইমিউনোলজি, এমপিএইচ ইন প্রিভেনটিভ মেন্টাল হেলথ, এমপিএইচ ইন জেনেটিক্স, এমপিএইচ ইন বিহেভিয়রাল সাইন্স। যে সমস্ত অতিরিক্ত বিভাগসমূহ স্থাপনের প্রয়োজন সেগুলো হলো- ডিপার্টমেন্ট অব প্রাইমারি হেলথ কেয়ার, ডিপার্টমেন্ট অব রিসার্চ মেথোডলজি এন্ড লিডারশিপ, ডিপার্টমেন্ট অব প্রিভেনটিভ ডেন্টাল পাবলিক হেলথ, ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ ইকোনমিক্স, ডিপার্টমেন্ট অব জেনেটিক্স, ডিপার্টমেন্ট অব ভাইরোলজি, ডিপার্টমেন্ট অব ইমিউনোলজি, ডিপার্টমেন্ট অব প্রিভেনটিভ অপথেলমোলজি। নিপসম-এর বর্তমান অবস্থায় এ সমস্ত ১৫টি কোর্স এবং ২১টি বিভাগ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব হবে না বলে নিপসমকে সম্প্রসারণপূর্বক পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে হবে।

স্বল্প মেয়াদি কোর্স দ্বারা প্রাইমারী হেলথ কেয়ার ও রিপ্রোডাকটিভ হেলথে দক্ষ জনশক্তি তৈরির একমাত্র হাতিয়ার হলো পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্বাস্থ্য সমস্যা, পরিবেশ সমস্যা ও মানসিক সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই এই বিশাল স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র নিপসম ইনস্টিটিউট-এর কার্যক্ষমতা দ্বারা সমাধান করা সম্ভব হবে না। যেহেতু ১৯৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং নিপসমকে এই ক্লিনিকাল বেইসড বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেহেতু, নিপসম-এর বিভিন্ন ফ্যাকালটির/অনুষদের উন্নতি ও প্রসারণ হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষেধক ক্লিনিক্যাল চিকিৎসায় স্বয়ংক্রিয় বিকাশ লাভ করতে পারে না।

নিপসম-এর বর্তমান যে বাৎসরিক বাজেট ব্যয় হয় তার পরিমাণ প্রায় ২,০৫,১০,০০০ (দুই কোটি পাঁচ লক্ষ দশ হাজার)। নিপসমকে বর্তমানে পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করলে সরকারের বিশেষ কিছু বেশি টাকা খরচ হবে না। পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দপ্তরের জন্য আলাদা বিল্ডিং স্থাপনের জন্য বর্তমান নিপসম বিল্ডিং-এর দক্ষিণ দিকে প্রচুর পরিমাণ জায়গা। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার জন্য রোগ প্রতিরোধক চিকিৎসা (Preventive Medicine) সমস্ত জনকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারে অপরদিকে রোগ প্রতিষেধক চিকিৎসা (Curative Medicine) ব্যক্তি নির্ভরশীল যা কিনা শুধু একটি রোগাক্রান্ত রোগীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারে, কিন্তু সমস্ত জনকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারে না। রোগ হওয়ার আগেই এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হলে স্বাস্থ্যসেবা কম খরচে গ্রামীণ দরিদ্র জনকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারা যাবে বলে এবং জনস্বাস্থ্যের তিনটি অনুষদ যথা- জীব বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, ব্যবহারিক বিজ্ঞান এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও পেশাবিষয়ক স্বাস্থ্য, দন্তবিষয়ক স্বাস্থ্য, মানবিক স্বাস্থ্য, বার্ধক্য স্বাস্থ্য, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, কমিউনিটি বেইসড সেবার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কল্পে একটি পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে নিপসমকে (National Institute of Preventive and Social Medicine) উন্নত ও রূপান্তরক্রমে (শেখ হাসিনা পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয়) করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত, নিপোর্ট ইনস্টিটিউট অব ইপিডেমিয়োলজী ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক, প্রাইমারী হেলথ ক্লিনিক, থানা হেলথ কমপ্লেক্স, পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট, নিউট্রিশান ইনস্টিটিউট, মেটস, নার্সিং ইনস্টিটিউট, ফ্যামিলি প্ল্যানিং ওয়েল ফেয়ার সেন্টার, ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইনস্টিটিউট, প্রতিরোধমূলক ডেন্টাল ইনস্টিটিউট, কমিউনিটি হাসপাতাল, এক্সপাণ্ডেড ইমিউনাইজেশান প্রোগাম, ডায়রিয়া প্রিভেনটিভ সেন্টার, পপুলেশন প্রতিরোধক ইনস্টিটিউট, যক্ষা নির্ধারক ইনস্টিটিউট, দাত্রী ট্রেনিং সেন্টার ইত্যাদি নিপসমের এফিলিটেডের অন্তর্ভুক্ত হবে।

লেখক : প্রফেসর এমিরেটাস ......ডিরেক্টর নিপসম